39

ভোরের কাগজ

তারিখ 09 NOV 1997
পৃষ্ঠা 7 কলাম 7

সহস্রাধিক কোটি টাকা ব্যয়ে উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষার চারটি প্রকল্পের কাজ চলছে

অনিয়ম ও দুর্নীতির দায়ে ১১টি এনজিওর বিরুদ্ধে মামলা হচ্ছে, ২৬টিকে প্রকল্প থেকে অব্যাহতি

ইব্রাহিম আজাদ : আগামী ২০০৫ সালের মধ্যে প্রায় সাড়ে তিন কোটি নিরক্ষরকে সাক্ষর করার জন্য উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে ১ হাজার ১২২ কোটি টাকার চারটি প্রকল্পের কাজ চলছে। এনজিওদের মাধ্যমে পরিচালিত এসব প্রকল্পে ইতিমধ্যেই অনিয়ম ও দুর্নীতির ঘটনা ধরা পড়েছে। এসব অভিযোগে ১১টি এনজিওর বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে। আরো ২৬টি এনজিওকে এ প্রকল্প থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, বর্তমানে ২৩০টি এনজিও প্রতিষ্ঠান উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে এ কর্মসূচি পরিচালনা করছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষার চারটি প্রকল্পের মধ্যে প্রথম প্রকল্পটি শুরু হয় ১৯৯৬ সালের জানুয়ারিতে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ২০৫ কোটি ২৭ লাখ ১২ হাজার টাকা ব্যয়ে ২৯ লাখ ৫০ হাজার নিরক্ষরকে সাক্ষর করা হবে।

এদিকে, লালমনিরহাট, চুয়াডাঙ্গাসহ কয়েকটি স্থানে সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন সফল হওয়ায় উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প-২ নামে আরেকটি প্রকল্প গৃহীত হয়েছে।

বিভাগীয় শহরের বস্তিবাসী, ভাসমান এবং দরিদ্র শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের নিয়ে ইউনিসেফের অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প-৩। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৬টি বিভাগীয় শহরের ৩ লাখ ৫১ হাজার শিশু-কিশোরকে সাক্ষর করা হবে ১৯৯৬-২০০০ সালের মধ্যে। এজন্য ব্যয় হবে ৭৩ কোটি ৩০ লাখ ৬৫ হাজার টাকা।

সূত্র জানায়, আগামী ২০০৫ সালের মধ্যে নিরক্ষরমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে বর্তমান সরকার জাতির কাছে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এজন্য সরকার উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প-৪ হাতে নিয়েছে। ৫ বছরমেয়াদি এ প্রকল্প গত আগস্ট মাসে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের সভায় (একনেক) অনুমোদিত হয়েছে। এটি উপআনুষ্ঠানিক খাতের সবচেয়ে বড়ো প্রকল্প। এতে ব্যয় হবে ৬৮২ কোটি ৯৯ লাখ ৬২ হাজার টাকা। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ২ কোটি ২৮ লাখ ৮৯ হাজার নিরক্ষরকে সাক্ষর করার পরিকল্পনা রয়েছে।

সূত্র আরো জানায়, দুটি আঙ্গিকে এই ৪ নম্বর প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে। প্রথমত, স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বেচ্ছাসেবামূলক অংশগ্রহণের মাধ্যমে এবং স্থানীয় বেকার শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের সম্মানীর ভিত্তিতে খণ্ডকালীন কাজে নিয়োগের মাধ্যমে। এরা বয়স্ক শিক্ষায় সুপারভাইজার ও শিক্ষক হিসেবে কাজ করবে। এতে ৪ লাখ ৩০ হাজার শিক্ষিত বেকারের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে বলেও জানা গেছে।

সূত্র মতে, অব্যাহত শিক্ষার অপ্রতুলতার কারণে কোর্স সমাপ্তির দুবছর পর কোনো কোনো সাক্ষর ব্যক্তি আবার সব কিছু ভুলে যান বা অর্জিত দক্ষতার মান সে স্তরে থাকে না। এজন্য অবশ্য উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর পরীক্ষামূলকভাবে ৯৩৫টি গ্রাম শিক্ষা মিলনকেন্দ্র চালু করেছে।

এদিকে কিছু কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বা এনজিও মাঠ পর্যায়ে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে আন্তরিক নয়। ফলে অনেক জায়গায় কাগজে-কলমে স্কুল থাকলেও বাস্তবে তা নেই। প্রত্যেক সুপারভাইজারের প্রতিদিন স্ব স্ব এলাকার কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন করার কথা থাকলেও তারা তা করেন না। এনজিওদের থানা সমন্বয়কারীরা থানা সদরে বসেই তাদের দায়িত্ব পালন করে থাকে বলেও অভিযোগ রয়েছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে ৩৭টি এনজিওকে শনাক্ত করা হয়েছে। এগুলোর বিরুদ্ধে উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে। এ ৩৭টির মধ্যে ১১টির বিরুদ্ধে কর্মসূচি পরিচালনায় ব্যর্থতা ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে দুর্নীতি দমন ব্যুরোর অধীনে মামলা করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে বলে জানা গেছে।

এই ১১টি এনজিও হলো- ১. শ্রীমঙ্গল ও মৌলভীবাজারের 'ব্যুরো', ২. ফরিদপুরের বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড ফাউন্ডেশন, ৩. ঈশ্বরদী ও পাবনার কারক সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা, ৪. নওগাঁ ও ভোলার এসোসিয়েশন ফর ফ্যামিলি ডেভেলপমেন্ট ৫. গাজীপুর, রংপুর, বান্দরবানসহ ১০টি জেলায় কার্যরত বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল ওয়ার্কিং পিপলস এসোসিয়েশন, ৬. ময়মনসিংহ ও কিশোরগঞ্জের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা, ৭. মানিকগঞ্জের দেশ কল্যাণ সংস্থা, ৮. শরীয়তপুরের স্বাস্থ্য ও কল্যাণ সংস্থা, ৯. পটুয়াখালীর পল্লী সেবা সংঘ, ১০. পটুয়াখালীর মৌলিক চাহিদা কর্মসূচি এবং ১১. ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার অমি।

এ ছাড়া বাকি ২৬টি এনজিওকে এ কর্মসূচি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয় যথাযথভাবে কর্মসূচি পরিচালনা করতে ব্যর্থ হওয়ায়। এ ২৬টি এনজিও হলো- ১. নোয়াখালীর দারুল ফালা ফাউন্ডেশেন, ২. মানিকগঞ্জের সোনালী দেশ, ৩. মুন্সীগঞ্জের বাংলাদেশ কমিউনিটি এন্ড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন, ৪. চাঁদপুরের জনকল্যাণ ফাউন্ডেশন, ৫. বান্দরবানের জুনাগার মহিলা সমিতি, ৬. খাগড়াছড়ির সেন্টার ফর হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট, ৭. হবিগঞ্জের গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থা, ৮. পটুয়াখালীর পল্লী উন্নয়ন সংস্থা, ৯. ঝালকাঠীর মহিলা কল্যাণ সংঘ, ১০. বরগুনার বহুমুখী সমাজকল্যাণ কেন্দ্র, ১১. পটুয়াখালীর একতা যুব সংঘ, ১২. রংপুরের যৌথ পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প, ১৩. বরগুনার সোশ্যাল অর্গানাইজেশন ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট, ১৪. রংপুরের ইউনেস্কো ক্লাব, ১৫, ময়মনসিংহের আদর্শ সমাজ সেবা সমিতি, ১৬. ময়মনসিংহ পল্লী উন্নয়ন প্রয়াস, ১৭. জয়পুরহাট জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ, ১৮. ঝিনাইদহ রবীন্দ্র পরিষদ, ১৯. শেরপুর সাথী সংঘ, ২০. বরগুনা সোশ্যাল অর্গানাইজেশন ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট, ২১. নোয়াখালী রুরাল একশান সোসাইটি, ২২. সীতাকুণ্ডের ফাইট ফর হাঙ্গার ২৩. শেরপুরের দি হাঙ্গার প্রজেক্ট, ২৪. নবাবগঞ্জ সোনামুনি কিশোর সেনা, ২৫. কিশোরগঞ্জ গণউন্নয়ন কমিটি এবং ২৬. শ্রীমঙ্গল জনকল্যাণ কেন্দ্র।